

২৯ তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০৮

উৎস আলোকিত



সূচিপত্র

আহরণ ['আপনাকে বলছি স্যার']	২
ঐক্যের গান	৫
সমুদ্রমহন ও নীলকণ্ঠ	৭
দাঁতে ফ্লোরাইড	১২
ওযুধ ডাক্তার রুগী-র দাম	১৫
কলকাতার জল-নিকাশি সমস্যা	২০
হোমিওপ্যাথির সমাপ্তি?	২৬
'যাহারা তোমার বিবাহিছে বায়ু'...	২৮
বই বাঁধাই : এক লুপ্তপ্রায় শিল্প	৩০
আলোয় দেখা, লেখা, পড়া	৩১
ধনেপ্রাণে মৃত্যুর দূত-তামাক	৩৩
নেশা মন মস্তিষ্ক	৩৬
মনের দাওয়াই : প্র্যাসিবো	৩৭
বিদ্যাসাগর - বিবেকানন্দ	৪১
বিজ্ঞানীদের ধর্মবিশ্বাস (অনুবাদ)	৪৫
পুস্তক পরিচয় - ত্রিখণ্ডিত	৪৬

সম্পাদনা □ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎস মানুষ

ISSN 0971 - 5800

অস্থায়ী কার্যালয় — শ্রাবণী, এস ৬/২, সেন্ট্রালেক, কলকাতা ১০৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮, ৯৪৩৩৮৮৮৮৬২, ২৫৩১ ০৯১৩, ২৩৩৪ ০৯০৪

সম্পাদকীয়

কী হয়, কীভাবে হয়, কেন হয়

অজ্ঞতা অযুক্তি অন্ধতা থেকে মুক্তির প্রথম সোপান হল শিক্ষা, আর শিক্ষার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানুষের বুদ্ধি চেতনা এবং প্রয়োগ-কৌশলের বিকাশ ঘটায়। কিন্তু বিজ্ঞানশিক্ষিত মানুষমাত্রই যে সং দায়িত্বশীল বিবেকসম্পন্ন হয় না সে কথা কে না জানে। তবু মানুষের সমাজ ও জীবনমানের সামগ্রিক উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন পথ নেই। আত্মনির্ভরতার গোড়ার কথাই তো নিজের বুদ্ধি-বিচার দিয়ে ভুল থেকে ঠিকটাকে, মিথ্যা থেকে সত্যটাকে পৃথক করে চিনে নেওয়া, বুঝে নেওয়া। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই যুক্তিশীল দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার অভ্যাসে বিরাট ঘাটতি রয়ে গেছে ররাবর, ফলে পদে পদে বিভ্রান্তি আসে।

এই দেখুন না, দেশ জুড়ে 'উন্নয়ন' নিয়ে কত চক্কানিনাদ, কত হটগোল। ধন্ধ কাটিয়ে আসল চিত্রটাকে বুঝে উঠতে মাথা ঘুলিয়ে যায় সাধারণ মানুষের। 'উন্নয়ন' হবে; ফ্লাই ওভার, এক্সপ্রেস ওয়ে, সুপার মল, শপিং প্লাজা, মাল্টিপ্লেক্স কলমলিয়ে উঠবে এই জীর্ণ মলিন বাংলার জমিতে। কিন্তু জমিহারাদের কী হবে? পেশাজীবী কুটির-শিল্পীদের কী হবে? খাবার জল, সজ্জি বাগান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুলঘরের কী হবে? পাথির কুজন, জলের কাঁপন, পুবালা বাতাস, বুনো ফুলের সৌন্দর্য গন্ধ, কোথায় চলে যাবে? গ্রামীণ আচার, বাউল আখড়া, ঠাকুর দালান? 'মানুষের উন্নয়নে' মানুষের সংস্কৃতি প্রকৃতি সমাজ-বৈচিত্র্য সব হারিয়ে যাবে? ... এরকম প্রশ্ন, হাজার প্রশ্ন, উদ্বেগ দ্বন্দ্ব বিভ্রম, বাংলার মানুষের মনে কিহাবিল করে। সদুত্তর নেই, দিশা নেই।

একদিকে উন্নয়ন নিয়ে সরকারি অপপ্রচার, বিপরীতে বিকল্প উন্নয়ন-মডেল নিয়ে তত্ত্বপ্রচার। মাঝে মানুষ বিভ্রান্ত। বুঝে ওঠা যায় না। মানুষের মতো আপন অধিকারে বাঁচার ডরসটুকুও পাওয়া যায় না। অভাব এখন নিজের যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারই ভরসা। এখন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রশমনস্বতার অভ্যাসকে জাগিয়ে তোলা আরো জরুরী।

উৎসমানুষের এই সংখ্যা কোনো 'বিশেষ সংখ্যা' নয়, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়ক সাধারণ বিষয় সংখ্যা।

ওরা যখন ইহুদিদের মারতে গেলো, আমি প্রতিবাদ করিনি,
আমি ইহুদি নই।

ওরা যখন ক্যাথলিকদের মারতে গেলো, আমি প্রতিবাদ করিনি,
আমি ক্যাথলিক নই।

ওরা যখন চাষীদের মারতে গেলো, আমি প্রতিবাদ করিনি,
আমি চাষী নই।

ওরা যখন আমাকে মারতে গেলো, কেন্দ্র প্রতিবাদ করলো না,
প্রতিবাদ করার মতো কেন্দ্র ছিল না।

[জার্মান নাট্যকার আর্নস্ট টোয়েলার (১৮৯৩-১৯৩৯)-এর সংলাপের ছায়া অবলম্বনে]